SEM VI (GEN)

SEC PAPER-IV

Orality and Oral Culture in India

Q. মৌখিক ইতিহাস/মৌখিক প্রথার গবেষণা পদ্ধতি :-
(Research Methodologies of Oral History / Oral Culture) :-

Ans:- মৌখিক ইতিহাস হল কোন ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার, মুখ্য ঘটনা অথবা নিত্য জীবন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য-এর সমাহার বা অধ্যয়ন। এগুলির জন্য ধারাবাহিক নিবেশক, সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিংগুলির ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়।

ঐতিহাসিক, লোকসাহিত্যের গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, ভৌগোলিক, সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, ভাষাবিদ্ তাদের গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে থাকেন। যেকোন স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন পরিবারের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার এই ধরনের ইতিহাস রচনায় মৌখিক প্রথা এবং পরিবারের ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

ইতিহাসের কোন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এবং জানার ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতি অনেকটাই সহায়ক। মৌখিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, তার ঘটনাবলীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এই ধরনের সাক্ষাৎকার যুদ্ধ, অসম-বণিজ্য, বৃষ্টি, মনুষ্য অভিপ্রয়াণ, প্রাকৃতিক, নারীতান্ত্রিক, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত, মানবাধিকার বিপ্লব, বিজ্ঞান, ভাষা, বৃত্ত-ইত্যাদির ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের সাক্ষাৎকার থেকে যদিও কখনো কখনো ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়, তথাপি, কখনও কখনও এরূপ সাক্ষাৎকার ইতিহাসের কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। এইধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কারিগরী দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকা অতি আবশ্যক। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছ থেকে তিনি কি তথ্য চাইছেন সেবিষয়ে সাক্ষাৎকারকারীর সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রশ্নোত্তর পর্ব বিষয়ভেদে ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত

হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাতকারী যদি কি রেকর্ড করবেন বা জানতে চান সেবিষয়ে অবগত না থাকেন, তবে সাক্ষাতকার ফলপ্রসূ হয় না। তাই যেকোন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সাক্ষাতকারকারীর প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার।

যেহেতু মৌখিক ইতিহাস গবেষণার মুখ্য উপাদান মূলতঃ স্মৃতিনির্ভর, তাই সাক্ষাতকার প্রদানকারীর কোন ঘটনা বা প্রথা সম্পর্কে ভাল স্মৃতি থাকা প্রয়োজন। যদি কোন ঘটনার কালক্রম সম্পর্কে দ্বন্দ্ব থাকে, তাকে অবশ্যই লিখিত উপাদানের সাহায্যে পুনরায় সংশোধন করতে হয়। সাক্ষাতকার প্রদানকারীর কোন ডায়েরী বা নোটবুক বা আত্মজীবনীও তথ্যরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেক পণ্ডিতের মতে, কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাল স্মৃতি বা জ্ঞানসমৃদ্ধ সমস্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার গ্রহণ সর্বদা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রথমে কোন ঘটনার অংশগ্রহণকারী, প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সহায়তাকারক দের নির্বাচন করা হয়। যদি এরূপ ব্যক্তি পাওয়া না যায়, তাহলে দীর্ঘ প্রথা, ঐতিহ্য বহনকারী কোন সম্প্রদায়ের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন, ভারতবর্ষের মেগালিথিক সংস্কৃতির স্মৃতিসৌধ থেকে যাদের কবর দেওয়া হল তাদের সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির বংশধর তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কোন ঘটনা বা স্মৃতি রোমন্থন করতেই পারেন। যদিও এক্ষেত্রে আবার ব্যক্তি স্মৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, কোন সম্প্রদায় বা উপজাতি গোষ্ঠী বা প্রান্তিক গোষ্ঠীর সমষ্টিগত স্মৃতি তাদের প্রথা, নৈতিক আচরণ, আচার-অনুষ্ঠান কে জানার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এরূপ গবেষণায়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের দেওয়া তথ্য ভুল বা অতিরঞ্জিত হলে তা তৎক্ষণাত সেই গোষ্ঠীর অন্যদের দ্বারা সংশোধনের সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বলতে কোন বিশেষ জাতি, বিশেষ পেশার ব্যক্তিদের বোঝায়।

আধুনিক গবেষণায় পরিবারের ইতিহাস রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। মৌখিক ইতিহাস পরিবারের লোকেদের অভিপ্রয়াণ, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং পরিবার প্রথা ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করে পরিবার ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। এক্ষেত্রে পরিবারের মহিলাদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে আচার, পরিবারের সম্পত্তির ব্যবহার, স্থানীয় কলহ ও অশান্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

সুতরাং মৌখিক ইতিহাসের গবেষণায় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যিকতা আছে। তাই বলা যায় যে অন্যান্য বিষয়ের মতই মৌখিক ইতিহাসের ও নিজস্ব গবেষণা পদ্ধতি আছে, যার দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্ণনা, বিশ্লেষণ করা যায়।

সুতরাং সংক্ষিপ্তাকারে মৌখিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার কতগুলি উল্লেখ্য ক্রমিক পদ্ধতি হল:-

① একটি মুখ্য সমস্যা নির্ধারণ করা।
② এরপর সমগ্র গবেষণার একটি পরিকল্পনা করা, যার মধ্যে অন্তর্গত হবে বাজেট, মূল্যায়ন, কর্মিবৃন্দ, উপকরণ এবং সময়সীমা।
③ যে বিষয়ে গবেষণা করা হবে তার এক পটভূমি রচনা করা।
④ সাক্ষাতকার গ্রহণ।
⑤ সাক্ষাতকার প্রণালী।
⑥ সাক্ষাতকারের মূল্যায়ন।
⑦ ফলাফল একত্রিত করা এবং প্রকাশ করা।
⑧ গবেষণালব্ধ ফলাফলকে মহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা।